৪৮০. ভারতী ১৮৭৭

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্পাদক করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। পত্রিকাটির নাম রাখা হয় *ভারতী*। এটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে এইরকম বিজ্ঞাপনও সংবাদপত্রে দেওয়া হয়—

Scanned with CamScanner

আগামী শ্রাবণ মাস হইতে ভারতী নামে সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি নানাবিষয়িণী একখানি মাসিক সমালোচনী পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। এখনকার সুপ্রসিদ্ধ লেখকের মধ্যে অনেকে এই পত্রিকার সাহায্য করিবেন। ইহার কলেবর ৮ পেজি ৫ ফর্ম্মা। মূল্য বার্ষিক ৩ তিন টাকা। বিদেশে বার্ষিক ছয় আনা ডাকমাশুল লাগিবে। ইহা শ্রাবণ মাসের ১৫ই প্রকাশ হইবে। যাঁহারা ইহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন তাঁহারা যোড়াসাঁকো দ্বারিকানাথ ঠাকুরের লেন ৬ নং বাটিতে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের নামে পত্র লিখিবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।[১]

নির্ধারিত সময়ে (আগস্ট ১৮৭৭) 'আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস-এ মুদ্রিত এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। *ভারতী* প্রকাশের উদ্দেশ্য জানিয়ে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লেখেন—

ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তাঁহার নামেই স্বপ্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণীস্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জ্জন এবং ভাবস্ফূর্ত্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য।...

প্রথম সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের লেখা ছাড়াও, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর বঙ্গসাহিত্য বিষয়ে একটি আলোচনা স্থান পায়। সাত বছর কাজ চালানোর পর দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করলে, ১২৯১-এর বৈশাখ মাস থেকে এটি স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে। এই সংখ্যার ভূমিকায় তিনি জানান—

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদা মহাশয় বর্ত্তমান বৎসর হইতে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে আমরা উক্ত ভার গ্রহণ করিলাম।...অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীবনবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিজ্ঞান, দর্শন, কবিতা আর উপন্যাসাদি এই সকলগুলিই মাসিক পত্রিকার সাধারণ আলোচ্য বিষয় এবং এতদিন পর্য্যন্ত ভারতীতে এই সকল বিষয়ই (অধিকই হউক কি অল্পই হউক) আলোচনা হইয়া আসিয়াছে আমরাও এ সকল বিষয়ে ভারতীর প্রতিষ্ঠা সমান রাখিতে চেষ্টা করিব। তবে আমরা এখন হইতে বিজ্ঞানের মাত্রা কিছু বাড়াইতে ইচ্ছা করি...ভারতীতে সহজ ভাষায় বিবিধ প্রকার বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচনার বিশেষরূপে ইচ্ছা রহিল।

১২৯৩-এ *ভারতী*-র সঙ্গে *বালক* মিলিত হয়। 'নূতন বৎসরে ভারতী'-র পরিচয় দিতে গিয়ে স্বর্ণকুমারী জানান—

দুই বৎসর পূর্ব্বে ভারতীর জীবনে একটি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আজ আর একটি পরিবর্ত্তন, সে দিন তিনি বালিকা বেশে গৃহ হইতে গৃহান্তরে পদার্পণ করিয়াছিলেন আজ তিনি বালক ক্রোড়ে আর এক নূতন বেশে দেখা দিলেন। আজ হইতে 'বালক' ভারতীর সহিত মিলিত হইল।

পাঠকেরা মনে করিবেন না, ইহাতে ভারতীর গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইল, কিম্বা ইহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। কারণ, 'বালক' নামেমাত্র বালক ছিল—প্রকৃতপক্ষে ইহা বয়স্ক পাঠকদিগেরই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল, এরূপ স্থলে এই মিলনে ভারতীর (শ্রী) বৃদ্ধি হইবে আশা করিয়া আমরা সুখী হইতেছি, ভরসা করি পাঠকেরাও সুখী হইবেন, এই উপলক্ষে ভারতীর কলেবরও বৃদ্ধি করা গেল।

সাত বছর *ভারতী ও বালক* নামে প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি আবার পুরোনো *ভারতী* নামে ফিরে যায়। ১৩০২-০৪ এই সময়কালে পত্রিকাটি স্বর্ণকুমারীর দুই মেয়ে হিরণ্ময়ী ও সরলার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৩০৫-এ রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। *ভারতী*-র দায়িত্ব পাবার পর সেটিকে তিনি নিজের মতো করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথই হয়ে ওঠেন *ভারতী*-র প্রধান লেখক। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

---

১. *অমৃত*, ১২.৭.১৮৭৭

Scanned with CamScanner

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, জগদানন্দ রায়ের কিছু উল্লেখযোগ্য লেখা এই আমলে প্রকাশিত হয়। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', 'গ্রাম্য সাহিত্য'-এর মতো প্রবন্ধ, 'রাজটীকা', 'মণিহার'-এর মতো গল্পের প্রকাশ ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দেই। এক বছর পর রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করেন। ১৮৯৯-এর চৈত্র মাসে প্রকাশিত 'সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ' নামক লেখায় এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি লেখেন—

> ঠিক মাসান্তে ভারতী বাহির করিতে পারি নাই। সে জন্য যথেষ্ট ক্ষোভ ও লজ্জা অনুভব করিয়াছি। একা সম্পাদককে লিখিতে হয় লেখা সংগ্রহ করিতে হয় এবং অনেক অংশে প্রুফও সংশোধন করিতে হয়। এদিকে দেশী ছাপাখানার ক্ষীণপ্রাণ, কম্পোজিটর অল্প, শারীরধর্ম্মবশতঃ কম্পোজিটরের রোগ তাপও ঘটে এবং প্রেসের গোলমালে ঠিকা লোক পাওয়া দুর্লভ হয়।

সবিনয়ে তিনি জানান 'পত্রের অধিকাংশ নিজের লেখার মত প্রচুর অবকাশ ও ক্ষমতা নাই...লেখা সংগ্রহ করিবার মত অসামান্য ধৈর্য্য' নেই, তাছাড়া ছাপাখানার সঙ্কট মেটানো সাধ্যের অতীত, আর পাঠকরা কোনও কিছু বরদাস্ত করতে রাজি নন, এই কারণে 'যে স্থান হইতে ভারতীর মহদ্ভার স্কন্ধে তুলিয়া' নিয়েছিলেন, বর্ষশেষে ঠিক সেখানেই তা নামিয়ে দিলেন। ১৩০৬-১৪ এই ক-বছর পত্রিকাটি সরলা দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৩১৫ থেকে পত্রিকাটি আবার স্বর্ণকুমারীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। ১৩২২-৩০ এই সময়ে পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। শেষ তিন বছরের (১৩৩১-৩৩) *ভারতী* সরলা দেবী সম্পাদনা করেন। ১৩৩৩-এর কার্তিক সংখ্যাটি প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

ভারতী উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। পঞ্চাশ বছর ধরে পত্রিকাটি নানা দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছে। এর লেখক তালিকা বিস্ময়কর। রবীন্দ্র প্রতিভার বিকাশে পত্রিকাটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। পত্রিকাটিতে সামাজিক অনেক বিষয়ে বিতর্ক স্থান পায়। বাল্যবিবাহ ও অবরোধপ্রথা নিয়ে বেশ কিছু লেখা এখানে বেরোয়। কুলিদের ওপর অত্যাচারের—বিশেষ করে কুলি-রমণীদের নিগ্রহের প্রতিবাদে পত্রিকাটি বারবার সরব হয়। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিতে ইতিহাসের পুনর্বিচার *ভারতী*-র উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। অসাধারণ কিছু গ্রন্থ-আলোচনা পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করে। মুসলমানসমাজ সম্পর্কে চিন্তা উদ্রেককারী একাধিক লেখা এখানে প্রকাশিত হয়।

Scanned with CamScanner